সমাজতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক প্রকৃতি

(Scientific Nature of Sociology):

সমাজতত্ত্ব 'বিজ্ঞান' কিনা-এ বিষয়ে সমাজতত্ত্ববিদ্গণের মধ্যে মতবিরোধ আছে। সমাজতত্ত্বের প্রবক্তা অগাস্ট কোঁত তাঁর এই সৃষ্টিটির প্রথমে নাম দিয়েছিলেন 'সামাজিক পদার্থবিদ্যা' বা 'Social Physics'। তাছাড়া তিনি একে 'সামাজিক বিজ্ঞান সমূহের রানি' বা 'Queen of social sciences' আখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল একে বিজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত করা। কোঁতের মতোই অন্য যাঁরা সমাজতত্ত্বকে বিজ্ঞান বলার পক্ষপাতী, সেই সকল সমাজতত্ত্ববিদ্দ্গণ হলেন-গিডিংস, র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন (ইনি নৃতাত্ত্বিকও বটে), কিংসলে ডেভিস, টম বটোমর, এমিল ডুরখেইম প্রমুখ। অন্যদিকে ম্যাক্স ওয়েবার সহ অন্যান্যরা একে বিজ্ঞান বলতে রাজি নন।

সমাজতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির প্রশ্নে অর্থাৎ একে বিজ্ঞান বলা যাবে কিনা এ বিষয়ে সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে ব্যাপক মতপার্থক্য রয়েছে। "সমাজতত্ত্ব বিজ্ঞান কি"?-এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তর শুধুমাত্র 'হ্যাঁ' বা 'না' দিয়ে দেওয়া যায় না। বরং এটি কতখানি বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য বহন করে, সেটি বিচার করা সুবিচারার্থে অত্যন্ত আবশ্যক।

সমাজতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক প্রকৃতি জানবার আগে বিজ্ঞান কাকে বলে তা জানা আবশ্যক। বিজ্ঞান হল পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কতকগুলি সমস্যা সম্পর্কে সুসংবদ্ধ জ্ঞান যা পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা অর্জিত হয় এবং ঐ জ্ঞান থেকে কতকগুলি সাধারণ তত্ত্ব বা সূত্র নির্ধারণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে। রবসনের মতে, যে কোনো সুসংবন্ধ অথবা শিক্ষাদানযোগ্য জ্ঞান (any organised or teachable body of knowledge) কে বিজ্ঞান বলা হয়। সমাজতত্ত্ববিদ অগবার্ন সমাজতত্ত্বকে বিজ্ঞান আখ্যা দিয়ে বিজ্ঞানের তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল (ক) সংশ্লিষ্ট জ্ঞানভান্ডারের বিশ্বাসযোগ্যতা (The reliability of its body of knowledge) (খ) এর কাঠামো (its organisation) (গ) এর গবেষণা পদ্ধতি (its method)। বিজ্ঞান প্রসঙ্গে আতিকুর রহমান তাঁর "সমাজ গবেষণা" গ্রন্থে বিজ্ঞানের যে বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধরেছেন, তা হলো-(ক) বিজ্ঞান অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সমষ্টি।

(খ) বিজ্ঞান প্রাকৃতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে সুচিন্তিত অভিব্যপ্তি প্রকাশ করে।

(গ) তত্ত্বগঠন ও উন্নয়নই বিজ্ঞানের প্রাথমিক লক্ষ্য।

(ঘ) বিজ্ঞান মানুষের সমস্যা সমাধানের যৌক্তিক হাতিয়ার।

(ঙ) বিজ্ঞান গতিশীল, যৌক্তিক, বাস্তব ও নিরপেক্ষ।

(চ) বিজ্ঞানের চূড়ান্ত লক্ষ্য মানবকল্যাণ সাধন।

(ছ) বিজ্ঞান বিজ্ঞানীদের একটি নিজস্ব প্রতিষ্ঠান।

যাইহোক, সমাজতত্ত্বকে যাঁরা বিজ্ঞান বলতে আগ্রহী, তাঁরা নিম্নলিখিত যুক্তিগুলির দেখিয়েছেন।

স্বপক্ষে যুক্তি **:**

(১) সমাজতত্ত্ব বাস্তব ও বিশ্বাসযোগ্য বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করে থাকে। কল্পনাপ্রসূত কোনো বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

(২) মানব প্রকৃতি, মানবিক সম্পর্কসমূহ বিভিন্নস্থানে বিভিন্ন প্রকারের হলেও এর মধ্যেও কোনো কোনো বিষয়ে অভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। এই অভিন্নতা বা সামঞ্জস্যের সূত্র ধরে, তাকে ভিত্তি করেই সমাজতত্ত্ব সামান্যীকরণের (Generalisation) দিকে এগিয়ে যায়।

(৩) বিভিন্নস্থানে ঘটে যাওয়া সামাজিক ঘটনাবলির কার্যকারণ অনুসন্ধান সমাজতত্ত্বে করা হয়। সেই সঙ্গে সেইগুলির যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যাও প্রদান করা হয়।

(৪) সমাজতত্ত্ব একই প্রকার সামাজিক ঘটনাবলি বা সমস্যাগুলিকে বিশ্লেষণ করে তার থেকে সাধারণ সিদ্ধান্ত বা তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করে। সেই সিদ্ধান্ত বা তত্ত্ব ভবিষ্যতে অনুরূপ অবস্থায় নির্ভুলভাবে প্রয়োগ করা যায়। সমাজতত্ত্বের অনেক তত্ত্ব সর্বদেশে ও সর্বকালে অভ্রান্ত প্রতিপন্ন হয়ে থাকে।

(৫) প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলিতে যেমনভাবে গবেষণা পদ্ধতি অনুসৃত হয়, আধুনিক সমাজতত্ত্বেও কোনো বিষয়াদি বিশ্লেষণে পর্যবেক্ষণ, প্রত্যক্ষ বা সরেজমিন তদন্ত, সাক্ষাৎকার, প্রশ্নমালা প্রেরণ করে উত্তর জানা, সুনির্দিষ্ট বিষয়ে অনুধ্যান প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসৃত হয়।

(৬) প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে যেমনভাবে কোনো বিজ্ঞানী কোনো গবেষণা কার্য শুরু করে সে সম্পর্কে নিরপেক্ষ থাকতে পারেন, তেমনি সমাজবিজ্ঞানীগণও কোনো সামাজিক বিষয়ে বিচার বিশ্লেষণের সময় তাদের ব্যক্তিগত মূল্যবোধ বা ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে অবদমিত করে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার চেষ্টা করেন।

(৭) সমাজতত্ত্বের মুখ্য উদ্দেশ্য হল মানবসমাজের খুঁটিনাটি বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করা। সেই জ্ঞান কতটা বাস্তব প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হল- কি হল না, তা দেখা সমাজতত্ত্বের কাজ নয়। এ বিষয়ে সমাজতত্ত্ব একটি বিশুদ্ধ বা অবিমিশ্র বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য বহন করে।

(৮) অন্যান্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের যেমন সুনির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ আলোচনাক্ষেত্র আছে, তেমনি সমাজতত্ত্বের আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি ব্যাপক হলেও, এর একটি সীমারেখা আছে।

(১০) কোনো বিষয় সম্পর্কে যথাযথ, সুশৃঙ্খল, সুনিশ্চিত, সুসংহত, সুসংবদ্ধ জ্ঞানকে যদি বিজ্ঞান বলা হয়, তবে সমাজতত্ত্ব নির্দ্বিধায় একটি বিজ্ঞান।

সমাজতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক প্রকৃতি সম্পর্কে টম বটোমর বলেছেন - সমাজতত্ত্বই হল প্রথম বিজ্ঞান। সমাজতত্ত্বকে তিনি তথ্যভিত্তিক, অভিজ্ঞতা নির্ভর, বস্তুনিষ্ঠ, বর্ণনাত্মক ও ব্যাখ্যামূলক বিজ্ঞান বলে অভিহিত করেছেন। অধ্যাপক গিডিংসও সমাজতত্ত্বকে বাস্তব বিজ্ঞান রূপে অভিহিত করে এটিকে তথ্যভিত্তিক, বিশ্লেষণমূলক, ইতিহাসভিত্তিক ও বর্ণনাত্মক এক বিজ্ঞানরূপে দেখেছেন।

তবে, যে অর্থে রসায়ন শাস্ত্র বা পদার্থবিদ্যাকে বিজ্ঞান বলে গণ্য করা হয়, সেই অর্থে সমাজতত্ত্বকে বিজ্ঞান বলা যায় না। সমালোচকগণ এই সিদ্ধান্তের অনুসরণে নানা যুক্তির অবতারণা করে থাকেন।

বিপক্ষে যুক্তি **:**

১। সমাজতত্ত্বের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদি একদিকে যেমন অনির্দিষ্ট, অস্পষ্ট,' অন্যদিকে অনিশ্চিত, ব্যাপক ও জটিল। ফলে পরীক্ষাকার্য, গবেষণা, শ্রেণিবিভক্তকরণ অত্যন্ত কঠিন।

২। জড় পদার্থ সকল স্থানেই অভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্বলিত। ফলে তাদের গুণাগুণ সম্পর্কিত সামান্যীকরণ সূত্র (generalised law) সর্বদাই সঠিক। অন্যদিকে মানব প্রকৃতি বৈচিত্র্যময়। ফলে সামান্যীকরণ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হলেও তা সবসময় নির্ভুল হয় না।

৩। একই ধরনের প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ সর্বত্র একই ধরনের হয়ে থাকে। ফলে এর থেকে সাধারণসূত্র নির্দেশ করা সহজ হয়। অন্যদিকে একই প্রকার সামাজিক ঘটনাবলির কারণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার হয়েই থাকে। ফলে সাধারণ সূত্র প্রতিষ্ঠিত করা খুব একটা সহজ হয় না।

৪। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গবেষণাকার্য বিজ্ঞানীর নিয়ন্ত্রণে থাকে। অন্যদিকে সমাজবিজ্ঞানীর গবেষণাক্ষেত্র বাহ্যিক হওয়ায় তা অধিকাংশ সময় সমাজবিজ্ঞানীর নিয়ন্ত্রণে থাকে না। ফলে সিদ্ধান্তে ভুল থাকার সম্ভাবনা থাকে।

৫। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীর গবেষণার বিষয়বস্তু অপরিবর্তনীয়, সমাজবিজ্ঞানীর গবেষণার বিষয়বস্তু পরিবর্তনশীল। ফলে বিভিন্ন গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

৬। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীর গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, পরীক্ষিত সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সমাজ বিজ্ঞানীর গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি অনেকাংশে আনুমানিক ও শর্তসাপেক্ষ।

৭। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানী তার গবেষণাকার্যের সময় সম্পূর্ণ ব্যক্তি-নিরপেক্ষ থাকতে পারেন। গবেষণার ফলাফল বিজ্ঞানীর ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার দ্বারা প্রভাবিত হয় না। অন্যদিকে সমাজবিজ্ঞানীর গবেষণা কার্যের সময় নিরপেক্ষ থাকা সত্যিই কঠিন। প্রায়শই উপনীত সিদ্ধান্তে তার নিজস্ব মতামত মিশে থাকে।

৮। সমাজতত্ত্বে বিষয়বস্তুর গবেষণায় কোনো সর্বসম্মত সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি সৃষ্টি হয়নি। ফলে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকেন। অন্যদিকে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীদের সর্বসম্মত পদ্ধতি হল পরীক্ষা (Experiment) ।

৯। সমাজতত্ত্বে কোনো বিশেষ সামাজিক অবস্থার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা নীতি ও তত্ত্বসমূহের ব্যাখ্যা ও গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা যায়। যেমন-বর্তমান সমাজে মার্কসবাদ না গান্ধিবাদ কোনটি বেশি কার্যকরী, এ নিয়ে ব্যাপক মতপার্থক্য আছে। কিন্তু ভৌতবিজ্ঞানে এ জাতীয় মতবিরোধ নেই।

১০। সমাজবিজ্ঞানের গবেষণাকার্যে সঠিক পরিসংখ্যান গ্রহণ খুব সহজসাধ্য নয়, তাই নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সত্যিই কঠিন।

১১। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সাথে সমাজতত্ত্বের মূল পার্থক্যটি হল-প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীদের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি সর্বকালে, সর্বদেশে, সর্বদাই অপরিবর্তনীয় ও নির্ভুল প্রতিপন্ন হয়। অনুরূপ প্রাকৃতিক অবস্থায় এঁরা নির্ভুলভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন। অন্যদিকে, সমাজতত্ত্ববিদের সিদ্ধান্তসমূহ স্থান-কাল-পাত্র ভেদে পরিবর্তিত হয়। এদের ভবিষ্যদ্বাণী সবসময় মেলে না।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, সমাজতত্ত্ববিদদের অনুসন্ধিৎসা, অনুশীলন পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞানসম্মত। তবে সামগ্রিক বিচারে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সাথে এর কিছু পার্থক্য থাকার কারণে বলা যায়, সমাজতত্ত্ব বিজ্ঞানসমূহের সমগোত্রীয়, কিন্তু বিজ্ঞান পদবাচ্য নয়। একে আমরা আবহবিদ্যা, (meterology) বা জ্যোতিষবিদ্যা (astrol-ogy)-র মতো 'অসম্পূর্ণ বিজ্ঞান' বলে অভিহিত করতে পারি।